যুগান্তর

তারিখ ... 30 DEC 2016
পৃ: ১ ... ২

একনজরে চার পরীক্ষার ফলাফল

প্রাথমিক সমাপনী	ইবতেদায়ি সমাপনী	জেএসসি	জেডিসি
পাসের হার ৯৮.৫১	পাসের হার ৯৫.৮৫	পাসের হার ৯২.৮৯	পাসের হার ৯৪.০২
জিপিএ-৫ : ২৮১৮৯৮	জিপিএ-৫ : ৫৯৪৮	জিপিএ-৫ : ২৩৫০৫৯	
পাসের হারে শীর্ষে বরিশাল ৯৯.০৯	পাসের হারে শীর্ষে রাজশাহী ৯৮.০৩	পাসের হারে শীর্ষে রাজশাহী ৯৭.৬৮	জিপিএ-৫
পাসের হারে পিছিয়ে সিলেট ৯৭.২৫	পাসের হারে পিছিয়ে সিলেট ৯২.০৪	পাসের হারে পিছিয়ে কুমিল্লা ৮৯.৬৮	১২৫২৯

জেএসসি পরীক্ষায় মনের মতো ফল। তাই বৃহস্পতিবার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা যুগান্তর

হাসি আনন্দের ঝরনাধারা

গত বছরের তুলনায় সব সূচক ঊর্ধ্বমুখী

বেড়েছে জিপিএ-৫ ও পাসের হার

মুসতাক আহমদ

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি), প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) এবং ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী (ইইসি) পরীক্ষার ফল গতবারের তুলনায় সমগ্রিকভাবে ভালো হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ চার পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। এতে প্রায় ৫৬ লাখ ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়।'

পরীক্ষাগুলোর ফলাফলে ৮টি মান নির্ণায়ক সূচক পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পিইসির ক্ষেত্রে পাসের হারে সামান্য হেরফের ছাড়া গত বছরের চেয়ে প্রতিটি সূচকই উর্ধ্বগামী। মোট পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। জেএসসিতে সাফল্যের নেপথ্যে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের মতো অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়ে পাসের হার বেড়ে যাওয়া। আর পিইসিতে পাসের হার গতবারের চেয়ে দশমিক শূন্য এক শতাংশ কম। তবে বেড়েছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা। পিইসি ও ইইসিতে বিষয়ভিত্তিক পাস বেড়ে যাওয়ায় এবার মোট পাসের হার গত বছরের তুলনায় ভালো হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রাথমিক এবং নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ছোট্ট শিশুরা বড় সাফল্য পেয়েছে। বেশির ভাগ শিক্ষার্থী সকালে স্কুল-মাদ্রাসায় গিয়ে হাসিমুখেই বাড়ি ফিরেছে। জেএসসি-জেডিসিতে ৯টি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) অধীনে নেয়া হয় পিইসি এবং ইইসি পরীক্ষা।

শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পরীক্ষার সময়ে এবার কোনো রাজনৈতিক বৈরী পরিবেশ ছিল না। কেবল জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষাকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে একটি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। তাও যথেষ্ট সময় দিয়ে পরে নেয়া হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা দিতে পেরেছে। তাছাড়া সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কঠিন বিষয়গুলোতে সরকারি তদারকিও ভালো হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের অধীনে নেয়া হয়। কেন্দ্রীয় এবং সনদ অর্জনের পরীক্ষা হওয়ায় অভিভাবকরাও সন্তানের জন্য তুলনামূলক বেশি আন্তরিক ছিলেন। এসব প্রচেষ্টার সুফল হয়েছে ভালো পাসের হার।

অবশ্য এই ফলাফলেও সন্তুষ্ট নন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বৃহস্পতিবার দুপুরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'এই ফলে আমি অবশ্যই খুশি, তবে সন্তুষ্ট নই। আমাদের লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা দিয়ে বিশ্ব নাগরিকরূপে গড়ে তোলা। তারা আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হবে। এমন জনগোষ্ঠী চাইলে ভালো ফলধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়তে হবে। পাশাপাশি একটি শিক্ষার্থীও যেন ফেল না করে সেই মানের শিক্ষা ও পাঠদান নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।'

■ পৃষ্ঠা ১৮ : কলাম ১

P.T.O